আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন গঠনের পেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস

লায়ন মুহাম্মদ ইউসুফ ভূঁইয়া

১৯০৬ ইং সনে বিশিষ্ট দানবীর, শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী এলাকাবাসীর সহযোগিতায় উত্তর শ্রীপুর গ্রামে তার পিতা মরহুম আলী আজম চৌধুরীর নামে প্রথমে আলী আজম মধ্যবাংলা স্কুল ও পরবর্তিতে আলী আজম মধ্য ইংরেজী স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ইং সালে আলী আজম হাইস্কুল হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টিকে মান উন্নায়ন করে উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) শ্রেণী চালু করে এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০০ইং সনে কলেজ শাখা এমপিওভুক্ত হয়। জন্ম লগ্ন থেকে এই বিদ্যালয়টি শিক্ষার গুনগত মানের ক্ষেত্রে গৌরবের শীর্ষেঅবস্থান করে, যা অদ্যাবধি সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শত বছরের ব্যবধানে এই স্কুলে পাঠ করেছেন দেশের অনেক জ্ঞানী ও গুনীজন। বিদ্যালয়ের অগনিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট ফোরাম বা প্লাটফর্ম না থাকার কারনে আনুষ্ঠানিকভাবে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী একত্রিত হওয়ার কিংবা বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহনের সুযোগ হয়ে ওঠে না। একজনের জন্য যা কঠিন দশ জনের জন্য তা সহজ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও গভর্নিং বডির সভাপতি সফল ব্যবসায়ী অত্র স্কুলের ১৯৮৬ সনের এস.এস.সি ব্যাচ এর ছাত্র জনাব শেখ আবদুল্লাহ, ব্যাংকার জনাব মাহাতাব উদ্দিন রইছ সুমন, ব্যবসায়ী লায়ন হারুন উর রশিদ পিএমজেএফ ও ব্যবসায়ী রোটারিয়ান রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী এই বিষয়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাথমিকভাবে আলাপ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে সকলের একান্ত ইচ্ছায় ও উৎসাহে গত ১১/১২/২০২০ইং তারিখ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় ৭৮ নয়া পল্টনস্থ সনজরী টাওয়ার-এ আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের অফিসে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভার আয়োজন করা হয় । এ সভায় আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি এলামনাই এসোসিয়েশন (অষর অুধস ঝপযড়ড়ষ ধহফ ঈড়ষষবমব অষঁসহর অংংড়পরধঃরড়হ) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় বিদ্যালয়ের এস.এস.সি ১৯৮২ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র লায়ন মুহাম্মাদ ইউসুফ ভূঁইয়া উক্ত এসোসিয়েশনের একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দিলে, এস.এস.সি ১৯৮৩ ব্যাচের ছাত্র জনাব আরিফুর রহমান মুরাদ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে জনাব আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ কে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো গঠন করা হয়। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন স্বাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ ও সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়। উক্ত সভায় আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ ‘‘আলী আজম স্কুল’’ এর শতবর্ষ উদযাপন করার প্রস্তাব দিলে সর্বসম্মতিক্রমে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মাধ্যমে তা প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়। লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য:- এক উদ্দেশ্য, এক মিশন, এক স্বপ্ন এক সাথে’ এ স্লোগান ধারণ করে এলামনাই এসোসিয়েশন এর পথ চলা শুরু। “আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সহায়তামূলক এবং সমাজকল্যাণ মূলক সাংস্কৃতিক সংগঠন। (ক) আলী আজম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ,-এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সেহার্দ্য গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহন করা। (খ) অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, পূনর্মিলনী, শতবর্ষ উদ্‌যাপন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার পার্টি, এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস, বিভিন্ন জাতীয় দিবস, আমোদ ভ্রমন ও শিক্ষা ভ্রমন ইত্যাদির আয়োজন করা। (গ) অ্যালামনাইদের মানসিক এবং শারীরিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনফারেন্স- সাংস্কৃতিক- ক্রীড়া - গবেষনা - আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। (ঘ) ‘আলী আজম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ - এর শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিও নিমিত্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করা। (ঙ) অত্র বিদ্যালয়ের এবং মুন্সীরহাট এলাকার গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা এবং এই বিষয়ে পৃথক একটি কল্যান তহবিল গঠন করা। এছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা সহ ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা। (চ) এসোসিয়েশনের আওতায় একটি পৃথক উপ-বৃত্তি তহবিল গঠনের মাধ্যমে মেধাবী অথচ অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করা। (ছ) এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। (জ) অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকার প্রাক্তন ও বর্তমান কৃতি শিক্ষকদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা। (ঝ) অত্র এলাকার স্বীকৃত গুনীজনদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা। (ঞ) নিয়মিত বুলেটিন, সাময়িকী, পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

ধন্যবাদ